লাখো মানুষের শ্রদ্ধায় মাশহাদে চিরনিদ্রায় শায়িত খামেনি

ছবি: সংগৃহীত

ইরানের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অঙ্গনের দীর্ঘদিনের প্রভাবশালী নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনিকে তার জন্মশহর মাশহাদে সমাহিত করা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের হামলায় নিহত হওয়ার পর দেশজুড়ে কয়েকদিনের শোকানুষ্ঠান শেষে তাকে ইমাম রেজার মাজার প্রাঙ্গণে দাফন করা হয়। আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম রয়টার্স এ তথ্য জানিয়েছে।

বৃহস্পতিবার (৯ জুলাই) হাজারো শোকাহত মানুষের উপস্থিতিতে খামেনির মরদেহ মাশহাদের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে সমাধিস্থলে পৌঁছানো হয়। শোকযাত্রায় অংশ নেওয়া অনেকের হাতে ছিল জাতীয় পতাকা, তার প্রতিকৃতি এবং বিভিন্ন স্লোগানসংবলিত ব্যানার ও প্ল্যাকার্ড।

পরিবারের আরও চার সদস্যের মরদেহও একই স্থানে দাফন করা হয়েছে। এর আগে ছয় দিন ধরে ইরানের বিভিন্ন শহরে তার জানাজা ও শোকানুষ্ঠানে বিপুল সংখ্যক মানুষ অংশ নেন।

দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে ইরানের রাষ্ট্রীয় নীতি, ধর্মীয় নেতৃত্ব এবং আঞ্চলিক কূটনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন আলী খামেনি। সমর্থকদের কাছে তিনি ছিলেন প্রতিরোধ ও দৃঢ় নেতৃত্বের প্রতীক, অন্যদিকে সমালোচকদের কাছে ছিলেন বিতর্কিত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব।

খামেনির মৃত্যুর কয়েক মাস পর গত ২ জুলাই প্রথমবারের মতো তার মরদেহবাহী কফিন জনসাধারণের সামনে আনা হয়। পরে তেহরানের গ্র্যান্ড মোসাল্লা মসজিদে রাখা হয় মরদেহ এবং সেখানে দেশি-বিদেশি প্রতিনিধিরা শ্রদ্ধা জানান। এরপর তেহরান ও কোমসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শহরে শোকযাত্রার আয়োজন করা হয়।

এদিকে, ধর্মীয় পরিষদের সিদ্ধান্তে খামেনির ছেলে মোজতবা খামেনিকে নতুন সর্বোচ্চ নেতা হিসেবে ঘোষণা করা হলেও তিনি এখনও জনসমক্ষে উপস্থিত হননি। নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যগত কারণেই তাকে আড়ালে রাখা হয়েছে বলে বিভিন্ন সূত্রের দাবি।